(৪) বামন ঃ

অলঙ্কারশাস্ত্রের রীতিপ্রস্থানের সবিশেষ উল্লেখ্য আলঙ্কারিক হলেন অষ্টম-নবম শতকের বামন। 'রাজতরঙ্গিনী'-গ্রন্থের তথ্যানুসারে বামন কাশ্মীর নরপতি জয়াপীড়ের সমকালীন। জয়াপীড়ের রাজত্বকাল ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। জয়াপীড়ের মন্ত্রী বামন 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিঃ' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

সংস্কৃত অলঙ্কার-সাহিত্যের ইতিবৃত্তে সর্বাগ্রে বামনই শব্দার্থময় কাব্যশরীরের রূপ নিরূপণ করে রীতিবাদের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি গুণ ও অলংকারের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন দৃষ্টান্ত সহকারে। বামনের মতে অলঙ্কারের জন্যই উপাদেয় হয়ে থাকে কাব্য, "কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ"। অলঙ্কারের স্বরূপ নির্ধারণ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল— "সৌন্দর্যমলংকারঃ'। বস্তুতঃ সৌন্দর্যই হল অলঙ্কারের দ্যোতনা। সৌন্দর্য অর্থে অলঙ্কার শব্দটির প্রয়োগ বামনের শোভন-চিন্তার ফসল।

'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থখানি 'শারীর', 'দোষদর্শন', 'গুণবিবেচন', 'আলঙ্কারিক', 'প্রায়োগিক' ভেদে পাঁচটি অধিকরণে বিন্যস্ত। প্রথম অধিকরণে কাব্যের সৌন্দর্য, কাব্য শরীর, কাব্যের প্রয়োজন, কাব্যের আত্মা, রীতি, কাব্যের অঙ্গ, কাব্যভেদ প্রভৃতি আলোচনা স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় অধিকরণের দুটি অধ্যায়ে আছে পদ, বাক্য, বাক্যার্থের দোষসমূহ, গুণ ও অলঙ্কার লক্ষণ। পদগত দশগুণ, অর্থগত দশগুণ আলোচিত হয়েছে তৃতীয় অধিকরণের দুটি অধ্যায়ে। চতুর্থ অধিকরণের তিনটি অধ্যায়ে যমক, অনুপ্রাস, উপমা, উপমাগর্ভ অন্যান্য অলঙ্কার বিধৃত। পঞ্চম অধিকরণের দুটি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে কাব্যসময় ও শব্দশুদ্ধি।

আলোচ্য গ্রন্থটি সূত্র ও বৃত্তির আকারে রচিত। এর অধ্যায় সংখ্যা বারটি এবং শ্লোকের সংখ্যা ৩১৯টি। গবেষণায় জানা গেছে শ্লোকগুলির অধিকাংশই পূর্ববর্তী ও সমকালের বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে সংকলিত। কতিপয় শ্লোক তাঁর স্বকীয় সৃষ্টি। 'কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে ৩৩টি অলঙ্কারের আলোচনা আছে।

আচার্য বামনই সর্বাদি কাব্যের আত্মার অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে তিনিই এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। তাঁর দৃষ্টিতে প্রথম ধরা পড়ে যে অলঙ্কার ও গুণ ছাড়া কাব্যের একটা আত্মার অস্তিত্ব আছে। তাঁর মতে, 'রীতিরাত্মাকাব্যস্য'— 'রীতিই কাব্যের আত্মা'।

"শরীরের যেমন আত্মা, তেমনি কাব্যশরীরেরও আত্মা হচ্ছে রীতি, শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর, আর এ রীতি কি? ....'বিশিষ্টা পদরচনা রীতি' অর্থাৎ বিশেষ যুক্তপদের সন্নিবেশেই রীতির উৎপত্তি। এই বিশেষ কি? .... 'বিশেষো আত্মা' অর্থাৎ এ বিশেষ হচ্ছে গুণাত্মক। সুতরাং কাব্যের আত্মা রীতি এবং রীতির আত্মা হচ্ছে গুণ। গুণই কাব্যের শোভা, উপমাদি পারিভাষিক অলংকার-এ শোভাবর্ধন করে মাত্র। সেজন্য বামন বলেছেন যে, গুণই কাব্যের নিত্যধর্ম এবং কাব্যের শোভার জনক, আর অলংকার সে সৌন্দর্যের উৎকর্ষ বিধায়ক। সুতরাং অলংকার কাব্যে অনিত্য। আচার্য বামনের

Scanned with CamScanner

মতে, রীতি কাব্যের অন্তরঙ্গভূত, তাই কাব্যের স্বরূপঘটক, গুণসমূহের বিলক্ষণ সমবায়ে বিশিষ্ট পদ রচনা বৈচিত্র্যই রীতি। কাব্যের মাধুর্য সম্পাদনে রীতির কার্যকারিতা অন্য কোন কাব্যসম্পদ থেকে ন্যূন নয়, বরং কাব্যের যা কিছু উপাদেয় বা আস্বাদনীয় সমস্ত গুণাত্মক পদরচনার বৈচিত্র্যেই সম্ভব হয়ে থাকে। এইটি রীতিসর্বস্ববাদী আচার্য বামনের অভিমত।" (দ্রঃ—কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ—ডঃ অনিল চন্দ্র বসু—'ভূমিকা'—পৃঃ ১৭-১৮/২য় সং)।

● **'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থের টীকাকার ও টীকা ঃ**

(১) 'সাহিত্যসর্বস্ব' (মহেশ্বর)।
(২) কামধেনু (গোপেন্দ্র ত্রিপুরহর),
(৩) ? (সহদেব),
(৪) বামনটীকা (পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর)।

Scanned with CamScanner